কালের কণ্ঠ

তারিখ 25 MAR 2015
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৭

বুয়েট শিক্ষক ফারসীমকে জিজ্ঞাসাবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

বিজ্ঞানমনস্ক লেখক ও ব্লগার ড. অভিজিৎ রায়কে হত্যার ঘটনায় বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষক ফারসীম মাম্নান মোহাম্মাদীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। গতকাল মঙ্গলবার বিকেল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মিন্টো রোডের ডিবি কার্যালয়ে ডেকে এনে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

অভিজিৎ হত্যাকাণ্ড

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার মনিরুল ইসলাম জানান, অভিজিৎ রায় হত্যা মামলার তদন্তের প্রয়োজনে যাকেই সন্দেহ হচ্ছে, তাকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। হত্যাকাণ্ডের আগে বুয়েটের শিক্ষক ফারসীম মাম্নানের সঙ্গে একটি বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন অভিজিৎ। এ বিষয়ে অভিজিতের বাবা অধ্যাপক অজয় রায়ের কাছ থেকে লিখিত অভিযোগ পাওয়া গেছে। ড. অজয় রায় সেই বৈঠকটি সন্দেহজনক উল্লেখ করে বুয়েটের শিক্ষক ফারসীম মাম্নান মোহাম্মাদীর ভূমিকা খতিয়ে দেখতে গোয়েন্দাদের অনুরোধ জানান। এ বিষয়ে জানতেই তাঁকে ডিবিতে ডাকা হয়। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ফারসীন মাম্নানকে ডাকা হলে গতকাল দুপুরে তিনি ডিবি কার্যালয়ে আসেন। এরপর ডিবি কর্মকর্তারা তাঁকে তিন ঘণ্টা ধরে অভিজিৎ হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানতে চান। তিনি স্বাভাবিকভাবে ডিবির বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

ফারসীম মাম্নানকে জিজ্ঞাসাবাদে অভিজিৎ হত্যার ঘটনার দিন তাঁর সঙ্গে অভিজিতের কী কথা হয়েছে এবং বইমেলার বৈঠকে কে কে ছিলেন, তা জানতে চাওয়া হয়। এ ছাড়া ওই বৈঠকে কী আলোচনা হয়েছে, তাও জানতে চাওয়া হয়। অভিজিতের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কেমন ছিল সে বিষয়ে ডিবি পুলিশকে জানিয়েছেন ফারসীম। পরে সন্ধ্যা ৬টার দিকে তিনি ডিবি কার্যালয় থেকে বেরিয়ে যান। তদন্তের প্রয়োজনে তাঁকে আবারও ডাকা হলে তিনি ডিবি কার্যালয়ে আসবেন বলে লিখিত দিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, গত ২৬ ফেব্রুয়ারি রাতে একুশের বইমেলা থেকে ফেরার পথে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসির মোড়ে ফুটপাতে দুর্বৃত্তরা অভিজিৎ রায়কে কুপিয়ে হত্যা করে। একই ঘটনায় তাঁর স্ত্রী রাফিদা আহমেদ বন্যাও গুরুতর আহত হন। তাঁরা দুজন যুক্তরাষ্ট্রেরও নাগরিক। তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, লেখক ড. অভিজিৎ রায়ের খুনিরা গত ২৪ দিনেও ধরা পড়েনি। তদন্তের এখন পর্যন্ত কোনো উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করতে পারেননি তাঁরা। যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডের তদন্তে সহযোগিতা করছে এফবিআই। তারা বাংলাদেশের গোয়েন্দাদের তদন্তে এখন পর্যন্ত কী ধরনের সহযোগিতা করেছে, তা জানা যায়নি। ব্লগার আহমেদ রাজীব হায়দার হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্ত রেদোয়ানুল আজাদ রানাকে অভিজিৎ হত্যাকাণ্ডেও সন্দেহ করা হচ্ছে। রানাকে ধরিয়ে দিতে পারলে পাঁচ লাখ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হলেও সে এখনো গ্রেপ্তার হয়নি। এ ছাড়া ঘটনাস্থলের আশপাশে দায়িত্বরত পুলিশ সদস্যদের গাফিলতির কারণে খুনিরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ রয়েছে। পুলিশের গাফিলতি তদন্তে পুলিশের উচ্চ পর্যায়ের দুটি তদন্ত কমিটি হয়েছে। সেই তদন্তও শেষ হয়নি বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।